বত্রিশ বছরে পা রাখলো ক্রীড়া জগত

ওয়াসিম খান পলাশ
প্যারিস থেকে

৩২ বছরে পা রাখলো ক্রীড়া পাক্ষিক ক্রীড়া জগত। খেলাধুলা বিষয়ক একটি সাময়িকীর জন্য এটি একটি রেকর্ড। একটি খেলার পত্রিকার জন্য যা একটি মাইল ফলক। বাংলা ভাষার কোন একটি পত্রিকার জন্যও এটি একটি রেকর্ড। সত্তর দশকের শেষ দিকে ক্রীড়া জগত ক্রীড়া জগত প্রকা শিত হয়েছিল একটি চ্যালেঞ্জ নিয়ে। বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে শুধু মাত্র খেলাধুলাকে কেন্দ্র করে একটি পত্রিকা কতদুর যেতে পারে তা নিয়ে সংশয় ছিল।
বাংলাদেশের ক্রীড়াঙ্গনের অতীত ইতিহাসে আজ পর্যন্ত সংরক্ষন কোন করার উদ্যেগ নেয়া হয়নি। বলতে গেলে কোন খেলারই গুছানো দলিল পত্র নেই। স্বাধীনতার ৩৭ বছরেও বাংলাদেশের ক্রীড়াঙ্গনের সঠিক চিত্র খুজে পাওয়া যায় না। এক্ষেত্রে ক্রীড়াজগত একটি দুর্লভ দলিল হিসেবে আবিভুত হয়েছে। মিডিয়া এখন অনেক বেশী গতিশীল। বাসায় বসেই আপনি পেয়ে যাবেন ক্রীড়াঙ্গনের সর্বশেষ খবর। এক্ষেত্রে বাংলাদেশ এখনো অনেক পিছিয়ে। দেশীয় ক্রীড়াঙ্গনের ইতিহাসকে তুলে ধরে ধরা তা সযত্নে সংরক্ষন করার ক্ষেত্রে মুখ্য ভুমিকা পালন করে আসছে ক্রীড়া জগত। অতীত অত্যন্ত গুরুত্বপুর্ন। বর্তমানকে মূল্যায়ন করতে গেলে অতীতকে টেনে আনতে হয়। গত ৩১ বছর খেলার জগতের রিপোর্ট, ছবি ক্রীড়া জগত তার বুকে ধরে রেখেছে জীবন্ত একটি দলিল যা ইতিহাসের অঙ্গ হয়ে গেছে। তিন যুগের ও বেশী সময় ধরে ক্রীড়া চর্চা, সাফল্য, ব্যার্থতা এবং সম্ভবনাকে লিপিবদ্ধ করে ভবিষ্যতের গবেষক ও ইতিহাস লেখকদের রেফারেন্সের জন্য সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য ও প্রয়োজনীয় হয়ে গেছে ক্রীড়া জগত। ক্রীড়া জগত ছাড়া আর কোথাও পাওয়া যাবে না অতীতের বছরের পর বছর বিভিন্ন সময়ে অনুষ্ঠিত খেলা, প্রতিযোগিতা বা টূর্নামেন্টের তথ্য।
অবশ্য এদেশে ক্রীড়া সাময়িকীর ইতিহাস খুব একটা সুখকর নয়। ৭১ এর স্বাধীনতার আগে ও পরে এদেশে বেশ কিছু ক্রীড়া সাময়িকী প্রকাশিত হয়েছিল। কিন্ত কোনটাই ধারাবাহিকতা ধরে রাখতে পারেনি। যার মধ্যে উল্লেখ যোগ্য হলো- গ্যালারি, ষ্টেডিয়াম, স্পোর্টস লাইন ইত্যাদি। পাকিস্তানের লাহোর থেকে এক সময় প্রকাশিত হতো টাইম স্পোর্টস নামের একটি মাসিক ক্রীড়া ম্যাগাজিন। পত্রিকাটির কভারে লিখা থাকতো -- কিপ স্পোটস ক্লিন অব পলিটিক্স। টাইম স্পোর্টস ধারাবাহিকতা রক্ষা করতে পারেনি।
ক্রীড়াজগত প্রকাশনার বছর ১৯৭৭ সাল থেকেই পাঠকপ্রিয়তা পেয়ে আসছে। তখন লেখার মানও ছিল বেশ উন্নত ছিল। আমি হাই স্কুলে পড়াবস্থাতেই ক্রীড়াজগতের পাঠক ছিলাম। প্রতিদিন সকালে হকার বাসার দরজায় পেপার ফেলে যেত। পেপার ছুড়ে ফেলার শব্দ পেলেই দৌড়ে যেতাম। ভাই-বোনরাও দৌড়ে যেত কে কার আগে সংগ্রহ করবে। পেপার নিয়েই প্রথম চোখ বুলাতাম খেলার

পাতায়। সবাই হুমড়ি খেয়ে পড়তাম খেলার খবরের পাতায়। পৃথিবী উল্টে গেলেও আগে খেলার পাতা দেখা চাই। আর যেদিন ক্রীড়াজগত দিয়ে যেত সেদিনের কথা আর কি বলবো। কার আগে কে পড়বে। রং বেরং এর আকর্ষনীয় সব প্রচ্ছদ। কখনো ফুটবলের, কখনো বা ক্রিকেটের, আবার কখনো দাবা, টেবিল টেনিস, ভলিবল, জিমনাসষ্টিক, হকি নয়তো সাফ গেমস বা সাফ ফুটবলের কোন ছবি দিয়ে ছিল এসব প্রছদ। ভিতরে থাকতো দেশ-বিদেশের সব খেলার খবর।
ক্রীড়াজগতের কাছে পাঠকদের অনেক প্রত্যাশা।

প্যারিস
১৫।১০।০৮
polashsl@yahoo.fr